DEC. 09 2001

দৈনিক ইত্তেফাক

ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়

ফরম বেচে আধ কোটি টাকা পেলেও ফল প্রকাশে ব্যয় করে না এক টাকাও

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা ॥ ক্যাম্পাসে টানা একবছরের স্থিতিশীল পরিবেশ পরিস্থিতির কারণে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চলতি শিক্ষাবর্ষে অনার্স প্রথম বর্ষে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির প্রক্রিয়া সম্পাদনে দেশের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনায় বেশ এগিয়ে গেছে। ইতিমধ্যে ১৮টি বিভাগে ভর্তির আবেদনপত্র গ্রহণ ও প্রবেশপত্র বিতরণের কাজ শেষ হয়েছে। এ বছর মোট নির্ধারিত এক হাজার ৯০টি আসনের বিপরীতে আবেদন জমা পড়েছে ৪২ হাজার ৭৫০টি। অর্থাৎ আসন পিছু ভর্তিচ্ছু ৩৯ জন। সবচেয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হচ্ছে কম্পিউটার বিজ্ঞান বিভাগে। এই বিভাগে আসন পিছু ৯৫টি আবেদনপত্র জমা পড়েছে। মোট আসনের বিচারে দেখা যায়, এ বছর এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তিযুদ্ধে তীব্র লড়াই-এর পরও প্রায় ৪২ হাজার শিক্ষার্থী ভর্তির সুযোগ হতে বঞ্চিত হবে। এ বছর বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনও বিভাগেই আসন বৃদ্ধি করা হয়নি। এদিকে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এ বছর ভর্তি ফরম বিক্রি করে ৪২ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা আয় করেছে। ভর্তিচ্ছুদের নিকট হতে এত বিপুল অর্থ আয়ের পরও কর্তৃপক্ষ তাদের জন্য ন্যূনতম সুযোগ-সুবিধা প্রদানে কোনরূপ ব্যবস্থা নেয় না। ইতিপূর্বে দেখা গেছে, ফরম বিক্রি করে আয়ের পরিমাণ প্রায় গড়ে থাকে অর্ধ কোটি টাকা। বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসটি কুষ্টিয়া ও ঝিনাইদহ শহর হতে যথাক্রমে ২৪ ও ২৩ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত হওয়ায় ভর্তিচ্ছুদের অবর্ণনীয় দুর্ভোগ কাটিয়ে ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নিতে হয়। খুলনা-কুষ্টিয়া (১৪ পৃঃ ১-এর কঃ দ্রঃ)

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

(৩য় পৃঃ পর)

মহাসড়কে যাতায়াতকারী বাসে করে তাদেরকে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ক্যাম্পাসে আসতে হয়। ভর্তি চলাকালীন প্রতিদিন প্রায় ৬/৭ হাজার শিক্ষার্থীকে উক্ত দু'শহর হতে যাতায়াত করতে হয়। সুযোগ পেয়ে বাস কর্তৃপক্ষ ইচ্ছামাফিক ভাড়া আদায় করে।

এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ভর্তি পরীক্ষার ফল প্রকাশের কোন অর্থ ব্যয় করে না। দেশের সকল অঞ্চল হতে ভর্তিচ্ছুরা এখানে পরীক্ষা দিলেও কোন জাতীয় সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপণ দিয়ে বিস্তারিতভাবে ফল প্রকাশ করা হয় না। ফলে অধিকাংশ উত্তীর্ণরা সঠিকভাবে ফল জানতে ব্যর্থ হয়। ফলে এখানে ব্যাপকভাবে অপেক্ষমাণ তালিকা হতে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি হয়ে থাকে। মেধা তালিকার প্রার্থীরা হয় বঞ্চিত। এছাড়া যথাযথভাবে ফল প্রকাশ না করায় প্রতিবছর বেশকিছু আসনও খালি থাকে। অথচ ভর্তিযুদ্ধ হয় তীব্র। এমন বৈপরীত্য সত্ত্বেও সমস্যা সমাধানে কর্তৃপক্ষের ভূমিকা তীব্র সমালোচনার মুখে পড়ে প্রতিবছর। ছাত্র সংগঠনগুলোর দাবীও হয় উপেক্ষিত।

ভর্তি পরীক্ষার সময়সূচী ঃ

আগামী ২৭ ডিসেম্বর হতে ১৮টি বিভাগের লিখিত ভর্তি পরীক্ষা শুরু হবে। কোন বিরতি ছাড়া প্রতিদিন দু'শিফ্‌টে (সকাল ১০টা-১২টা এবং ১-৩০ থেকে ৩-৩০মিঃ) দু'টি করে বিভাগের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। ২৭ ডিসেম্বর আল-কোরআন ও আল-হাদীস বিভাগের, ২৮ ডিসেম্বর দাওয়াহ ও ইসলামের ইতিহাস বিভাগের, ২৯ ডিসেম্বর আরবী ও আইন বিভাগের, ৩০ ডিসেম্বর ইংরেজী ও বাংলা, ৩১ ডিসেম্বর রাষ্ট্রনীতি-লোকপ্রশাসন ও অর্থনীতি। ১ জানুয়ারী হিসাব বিজ্ঞান ও ব্যবস্থাপনা, ২ জানুয়ারী ফলিত পদার্থ ও কম্পিউটার বিজ্ঞান বিভাগের, ৩ জানুয়ারী ফলিত রসায়ন ও ইনফরমেশন সায়েন্স বিভাগের এবং ৪ জানুয়ারী বায়োটেকনোলজি ও ফলিত পুষ্টি বিজ্ঞান বিভাগের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।